সায়ংচিন্তা



—"Soft hour ! which wakes the wish or melts the heart
Of those who sail the seas, on the first day
When they from their sweet friends are torn apart ;
Or fills with love the pligrim on his way,
As the far bells of vesper makes him start
Seeming to weep the dying day's decay.
—DON JUAN, C. III. PARA CVIII.

শ্রীসরোজ কান্ত মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

CALCUTTA.

H. M. MOOKERJEA & Co.

42 Zig-Zag Lane.

1882.

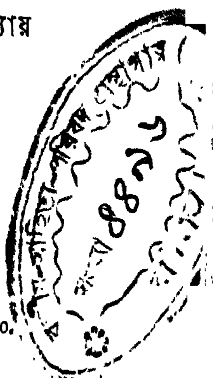
Price Two Annas. মূল্য ৵০ দুই আনা।

সায়ং চিন্তা।

—"Soft hour! which wakes the wish or melts the heart
Of those who sail the seas, on the first day
When they from their sweet friends are torn apart;
Or fills with love the pilgrim on his way,
As the far bells of vesper makes him start
Seeming to weep the dying day's decay.

—DON JUAN, C. III PARA CVIII.

শ্রীসরোজ কান্ত মুখোপাধ্যায়
প্রণীত।



CALCUTTA.

H. M. MOOKERJEA & Co.

42 Zig-Zag Lane.

1882.

Price Two Annas. মূল্য ৵০ দুই আনা।

PRINTED BY H. M. MOOKERJEA & Co.,
AT THE METROPOLITAN PRESS.
42, Zig-Zag Lane, Calcutta

TO

KHIROD CHANDRA RAI CHOUDHURI Esq. M.A

THIS PIECE

[**BEING COMPOSED THROUGH HIS INSTRUCTION**]

IS INSCRIBED,

WITH EVERY SENTIMENT OF REGARD & RESPECT,

BY HIS GREATLY OBLIGED

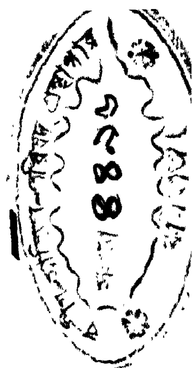
AND

AFFECTIONATE SERVANT,

SAROJ KANTA.

দুষ্প্রাপ্য

সায়ংচিন্তা।



অবলম্বে—অস্তাচল চূড়া দিবাকর,
গায় সুললিত গীত বিহগ নিকর,
খেলে সমীরণ ধীরে তরু লতা পরে,
কানন ঢলিয়া পড়ে কুসুমের ভরে ;
রঞ্জিত রজত-রেখা তরঙ্গিণী জল,
স্থির প্রকৃতির কোলে স্থির, অচঞ্চল,
ক্রমশঃ গভীর তম আবরে সে কায়,
ক্রমশঃ আলোক ছটা আকাশে মিশায়।
নীরবি বিহগকুল কুলায় পশিছে,
তিমির তামস-বাসে ধরণী ঢাকিছে।
স্থানে স্থানে তরুরাজি শান্ত, সুগম্ভীর,
ধীর সমীরণে ধীরে দোলাইছে শির ;
দোলে লতা, কাঁপে পাতা, নাচে ফুলদল,
দুখী অলি যায় চলি ত্যজি শতদল।
গভীর চিন্তায় মগ্ন ব্যোম, চরাচর,
সুখ, ত্রাস একাধারে মুর্ত্তি মনোহর !

হ'বে কালি খুলি যবে পূর্ব্বাসার দ্বার
কিরণে রঞ্জিবে রবি সকল সংসার,
কেমনে সাজিবে বেশে ঊষা রূপবতী,
ভাবিয়ে বিভোর মতি, চিন্তাকুল অতি।
অথবা নীহার ছলে করিছে রোদন
স্মরিয়া বিগত দিবা বিভব তপন ;
তাই দুখে বর অঙ্গ চির সুপবিত
বিষাদ-বসনে ধীরে করিছে আবৃত।
পরমার্থ ধ্যানে মগ্ন কিম্বা যোগীবর—
উদার, প্রশান্ত শান্তি ব্যাপ্ত চরাচর!
পলায় তামস ভয়ে দিবস সুন্দরী,
কলহংস দলে যেন মদ-কল-করী।
ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা—গম্ভীরতাময়,
ভয়ে ভয়ে সমীরণ ধীরে ধীরে বয়।

* * * * *

* * * * *

এই সন্ধ্যাকালে—এই সন্ধ্যাসমীরণে—
সহসা এ ভাব-সিন্ধু উথলিল মনে
কেন আজি?————————
——কেন আজি, কে বলিবে হায়,
'কোথা হ'তে আইলাম—যেতেছি কোথায়?'

বহিছে অদৃষ্ট-স্রোত খর-তরঙ্গিণী,
নাহি মানে ব্যথা, বাধা মত্ত-মাতঙ্গিনী,
সতত ধাইছে রবে নিয়তি-পাথারে,
অদৃষ্ট-তরঙ্গে নর তৃণ পারাবারে ;
কি সাধ্য তৃণের ধরে তরঙ্গের বল,
কি সাধ্য কুরঙ্গে বাঁধে মাতঙ্গের দল ?

কোথায় যেতেছি—বনে, শৈলে কি সলিলে,
অন্তরীক্ষে, মহীতলে, অনলে, অনিলে,
পরমাণু, পঞ্চভূতে জলবিম্বে—কোথা ?
আবার পড়িল মনে, পাইলাম ব্যথা !

রঙ্গ-ভূমি এ সংসার, অভিনেতা নর,
আপন করম ফল ভুঞ্জে নিরন্তর ;
হরষ, বিষাদ, ত্রাস, শোক, মোহ ভয়,
প্রতি অভিনয়ে নব দৃশ্য অভিনয়।
ষড়রিপু কৃশোদরী, মন মত্ত-করী,
রণ সাজে অগ্রসর—কি করি ! কি করি !
ভাঙ্গে রে ভবের খেলা, অস্তমিত প্রায়
আশার বিমল রবি কাল-নিলীমায় ;—
গোধূলি কিরণ মাখা সকল সংসার,
নয়নে ঘুরিছে—স্থিরতর অন্ধকার !

কোথায় যেতেছি ভেসে অদৃষ্ট-তুফানে,
কোথায় পড়িব শেষে, কি হবে নিদানে,
কোথা সে নিয়তিরূপ সিন্ধু বিপর্য্যয়,
এ জলবিম্বের কোথা হইবে রে লয় ?

একাধিক ক্রমে এই বিংশতি বরষ,
(এ ক্লান্ত, সুদীর্ঘকাল !) শিথিল, অবশ
এ তনু, তরঙ্গে তৃণপ্রায় একতানে
সেই স্রোতে ভেসে যায়—কোথায়—কে জানে

সমুদিত বিধু যথা প্রথম কলায়
ক্ষণেকের তরে, মরি দেখিলাম হায়,
উজলিত, চমকিত, চকিত চঞ্চল,
বিদ্যুৎ বরণ প্রিয়া আনন-অমল !
দেখিলাম সেই—ইহজন্মে সেই দেখা,
শারদ-কৌমুদী পরে পিযূষের রেখা ;
দেখিলাম সেই, আর নাহি দেখিলাম,
তার পর তারে কত, কত খুঁজিলাম।
যে চিনিত তারে সবে এক, এক ক'রে
গে'লাম সবার কাছে, তার বার্ত্তা তরে ;
প্রথমে তরুরে ফিরে, ফিরে শুধিলাম,
চরণে পড়িয়া তার কত কাঁদিলাম—

'বল রে, তুমি ত তরু জানহ সকল,
তুমি ত চিনিতে তারে—তবে বল, বল ;
প্রথম হইতে সেই একাল অবধি
তুমি সাক্ষী আছ তরু, আছ নিরবধি।
দেখেছ প্রথমে সেই প্রেম-দরশন,
দেখিয়াছ প্রণয়ের প্রথম-চুম্বন,
শুনেছ প্রেমের কথা, প্রেম-পূর্ণ-প্রাণ,
দেখেছ রে হৃদয়ের নিভৃত-শ্মশান,—
সান্ত্বনা করেছ দোঁহে দেখিয়া কাতর,
শুনিয়াছ বিদায়ের স্বর ভয়ঙ্কর—
তবে বল আজি মম সে আছে কোথায় ?'
নির্দ্দয় ! উত্তর হায়, না দিলে আমায়।

* * * * *

তবে চলিলাম ধীরে তরঙ্গিণী কূলে,
দোলে যথা সারি তরু, লতা, ফলে, ফুলে,
চির-ঋতুপতি যথা বিরাজিত স্থান,
ক্রন্দন-ভুবনে সেই নন্দন সমান।
বিকল, ব্যথিত প্রাণে জিজ্ঞাসিনু হায়—
'নদি ! মম স্থাপ্যধন রেখেছ কোথায় ?
সেই যে তোমারে তারে সঁপে দিয়েছিনু,
পরের—পাপের ভয়ে সেই ব'লেছিনু,—

রাখ দেখি, লুকাইয়ে দরিদ্রের ধন,
রত্নাকরে থাকে যথা দুর্ল্লভ রতন।'
না দিল উত্তর নদী, চলিল নাচিয়া—
উগারিল কালানল জ্বালামুখী হিয়া !

* * * *

এবার চলিনু ধীরে রম্য উপবনে,
অমরাবতীর শোভা কোকিল কূজনে,
ফুল ভরে ভেঙ্গে পড়ে তরু, লতাকুল,
চাঁদের চাঁদনি বিনা কে করে আকুল ?
জিজ্ঞাসিনু—'কোথা আজি মম সোহাগিনী,
কোথা উড়ে গেল সেই বন-বিহঙ্গিনী ?
হৃদয়-পিঞ্জর ভেঙ্গে পলাল কোথায়,
তব রূপে ভুলাইতে নারিলে রে তায় ?'
হেলিল দুলিল লতা, নাচিল সমুখে,
হাঁসিল বিটপীদল, কাঁদিলাম দুখে !

* * * * *

গাঙ্গিনী-সৈকত-ভূমি, বিস্তৃত কান্তার,
নবীন, শ্যামল, নীল অম্বর আকার ;
তলে দোলে তরঙ্গিণী ছায়াপথ, ফলে
তারকা ভুষিত শশী প্রতিবিম্ব জলে,

ঘেরিয়া সৈকত-মালা জলদ-মালায়
শ্বেতরাগে, চন্দ্রকর ঈষৎ খেলায় ;
পবনে বহিয়া যায় জলরেণু চয়,
নিশার তুষার সেই শীতলতাময়।
তথায় চলিনু পুনঃ, না চলে চরণ,
তবু যাই—কেন যাই ? আশার ছলন ! !
ওরে আশা, কুহকিনি ! হৃদয় মন্দিরে
নিবাসি, বধবা কেন জীবাতু দেবীরে ?
যাহার আশ্রয়ে বাস তার সর্ব্বনাশ,
যে আত্ম স্মপিবে হায়, তারি গলে ফাঁস !
সুচিকণ, শুভ্ররেখা পবিত্রতাময়,
অমল সলিল, ধীরে প্রবেশ হৃদয়,
শান্তি-সুধা পরিপূর্ণ, শীতল সুবাস,
বিমোহিত চিত অতি কল কল ভাষ ;
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নব, বর্দ্ধিত আকার,
অবশেষে তরঙ্গিত, স্ফীত পারাবার !
প্রিয়ার বদন ছাঁদ চাঁদের চাঁদনি,
অধীর পয়োধি নীর—সন্তাপিনী ফণী ;
কমলা, চপলা প্রায় কোথা নয় স্থির,
পলকে উথলি ধায় উভরায় নীর।
দেখিতে দেখিতে সেই ভীষণ তুফান
ভাসায় মন্দির, দেবী ; বিকট শ্মশান

মানবের মনরাজ্য শেষ মাত্র তায়,
ধূ—ধূ—হু—হু করে সদা শ্বাস ঝটিকায় ;
হতাশ জলদ ঘন, ঘনঘটাকারে
লুকায় সে শশিকর ঘোর অন্ধকারে,
জীবন, জলধি হৃদি হইয়া তরল
নয়নে উছলে, নীর ঝরে অবিরল।

কি বলিতে কি বলিনু ! চলিনু আবার
যথা শোভে পরে, পরে সৈকত, কান্তার।
দেখিয়া তাদের মনে পড়িল সে দিন—
যেদিন (দারুণ বিধি !) নহে বহুদিন
গত, স্বপনের মত সুদূর-স্মরণ
হইয়াছে এবে, হায়—জীবনে মরণ !
কতই ভাবনা মনে হইল উদয়—
নয়নে নয়নে দেখা—সরল হৃদয়—
বালিকা প্রণয়—প্রেমভাবা মধুরিমা—
অকপট ভালবাসা—আশা-পূরণিমা—
তুচ্ছ কীর্ত্তি, যশ, মান কুলের গৌরব—
তুচ্ছ লোক-লজ্জা, ভয় বিবাদি·বিভব—
নব ভাব,—নেত্রবারি—ভগন-হৃদয়—
মগ্ন আশা ;—পরিণাম ? 'হতাশ প্রণয় !'
এবার ঝরিল আঁখি, পড়িল বিজনে,

বহিল সুদীর্ঘ শ্বাস, ছুটিল পবনে।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম,—'কোথা তুমি—নাই ?'
অন্যদিকে প্রতিধ্বনি উত্তরিল তাই !
কাঁদিয়ে ফিরিনু ঘরে বাতুলের বেশে,
আবার সে অন্ধকারে চলিলাম ভে'সে।

* * * * *

চলিলাম. ভাবিলাম—অদৃষ্ট সবার
নহেক নির্ম্মম কিছু, নহেক তাহার
সুখে কিম্বা দুঃখে হায়, চিরদিন গতি,
আগন্তুক সুখদুখ ক্ষণস্থায়ী অতি।
এবার দুখের প্রাণ সুদূর-দর্শন
ছুটিল ত্বরিত, বেগে তাড়িৎ যেমন,
মানস-নয়নে, হৃদি আঁধার আকাশে,
হেরে ধ্রুব সহচর তারা এক ভাসে !
গগন করেছে আলো রূপের ছটাতে,
তারকা সেজেছে ভাল জলদ মালাতে,
তরঙ্গে, তৃণের পর জ্যোতি নিরমল,
আঁধারে, পাথারে তার লক্ষ অবিরল।
ধরেনা আনন্দ মনে—আঁখি মেলিলাম—
(পথের সম্বল ভাল হ'ল ভাবিলাম),
মেলিলাম আঁখি, হেরিলাম কত সুখে—
জীবন-বান্ধব মম দাঁড়ায়ে সম্মুখে !

সহসা আঁধারে আলো ধাঁদিল নয়ন,
মুদি আঁখি—মেলি পুনঃ, না দেখি সেজন
না দেখি বিমল ছটা আলোকের আর—
না দেখি জীবন সম বদন তারার—
না পারি চিনিতে পথ—লক্ষ হারালাম !
আবার সে অন্ধকারে ভেসে চলিলাম ! !

* * * * *

মধুর সময় সন্ধ্যে ! তোমার পরশে
বনস্থলি স্বভাবের উজলে উরসে।
তোমার পরশে দেবি ! ঝিল্লির গলায়
বহে সপ্ত স্বরে তান সমীরণ গায়।
শিথিল—হৃদয়-যন্ত্র-ছিন্ন-তন্ত্রি পরে
(কানন বল্লরী ভুজ, কমলিনী করে),
বাজেগো—আবার দেবি, বীণা-বিষাদিনী,
গায় ধীরে ধীরে চিত গীত-উদাসিনী !
এসনা, সাধের সন্ধ্যে ! জ্বালাইতে হেন,
জাগাইতে পূর্ব্ব স্মৃতি—আসিবে বা কেন ?
নহে তমোময় তুমি, স্ফটিকের প্রায়
স্বচ্ছ, প্রতিবিম্ব কত পড়িয়াছে তায় ;
তোমার মূরতি সহ কতই মূরতি
পড়ে মনে—করে চিত ব্যাকুলিত অতি।

কত ভাল বাসিতাম—সোহাগিনী প্রাণ,
কোথায় এখন হায়, করিলে পয়ান!
কোথায় বান্ধব সব বাল্য-সহচর,
ফেলিয়া গিয়াছ, হায়, আমারে কাতর!
কোথায় সুখের দিন, সুদূর-স্বপন—
ককোল-কণ্টকাকীর্ণ কিশোর জীবন!
গভীর যন্ত্রণা মনে—মর্ম্মেতেই রয়,
কে ঝুরে আমার তরে হেন সহৃদয়?
দ্বিগুণ অনল আরো জ্বলিল দ্বিগুণ,
অনলে আহুতি সন্ধ্যে! জ্বালা'লে আগুণ।
মৃগী ব'লে বাঘিনীরে হানিলাম বাণ,
এখন কোথায় যাই, কে রাখিবে প্রাণ!

* * * * *
* * * * *

কোথায় হে, বিশ্বপতি! বিজন-বান্ধব,
দিবেকি পাপীরে দেব, ওপদ পল্লব?
ক্ষমিবে কি সন্তাপীরে—নারকীরে নাথ?
তারিবে কি অনুতাপী—কুমতি অনাথ?
বিষম পাপের হোক্ বিষম বিধান—
ক্ষতি নাই, শেষে কিন্তু ক'রো পরিত্রাণ।
তুমি ভগ্ন-হৃদয়ের সান্ত্বনা ললিত,
তোমাতে অতুল শান্তি চির-বিরাজিত;

ত্যজি তরু লইলাম গিরির আশ্রয়—
কর নাথ, কর নাথ—বিচারে যা হয়।

এস সন্ধ্যে! তুমি আমি বসি এ বিজনে
পূজি বিশ্ব মূলাধারে, অনাদি কারণে।
এসহে, সমীর সখে! চামর ঢুলাও,
অমল-মঙ্গল-গান বিহঙ্গম,—গাও,
উপহার পুষ্পভার কানন,—চরণে,
করগো—আরতি মিলি যত দ্বিগঙ্গনে,
ছড়াও, মলায়ানীল! ধূপ পরিমল,
বাজাও দুন্দুভি-ধ্বনি পসি গিরিস্থল,
দোলাও বিটপিকুল! লতিকা সুন্দরি!
উচ্চশির,—নম ধীরে পুরে-প্রাণ—হরি,
ধোও প্রেম-অশ্রুনীরে প্রেম-পদাম্বুজ
(প্রকৃতি নীহারে), মিলি অমর, মনুজ।
গাওরে মহিমা তাঁর অনন্ত গগন,
অনন্ত জলধি বারি, গিরি ত্রিভুবন,
অসংখ্য নক্ষত্র, শশি, গাও কুতূহলে,
অমর, কিন্নর, নর, গাওরে সকলে।
যায় সন্ধ্যা! এই সন্ধ্যা—হৃদে স্থির তর
পাতিতেছে ধীরি ধীরি তম ভয়ঙ্কর!
নামিলে জগতে যাহা, পূর্ণতা তাহার

মানবের ক্ষুদ্রদেহে—একি অবিচার ! !
নিশার সঞ্চারে ধীরে নিস্তব্ধ স্বভাব,
স্তব্ধ উচ্ছ্বসিত-হৃদি উথলিত-ভাব,
ক্রমশঃ শিথিল তার হৃদয় – বীণার –
ক্রমশঃ বিলুপ্ত প্রায় ছবি-কল্পনার
সমুদিত দীপ্ত-দীপ-শশিবর সম,
সে দীপের দীপছায়া প্রাণে পূর্ণতম !
উঠিলাম ধীরি ধীরি, চলিলাম বাস,
শুকাল সজল-আঁখি, বহিল নিশ্বাস,
সেই শ্বাসে 'শেষ-চিন্তা' বহে নৈশ-বায়—
'কোথা হ'তে আইলাম – যেতেছি কোথায় ?'

ইতি চিন্তা-চাতক কাব্যে
সায়ংচিন্তা নাম
প্রথম সর্গ।

———